দৈনিক জনকণ্ঠ ৪৫

তারিখ 07 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

শিক্ষাক্ষেত্রে অব্যবস্থা ঃ প্রতিকার চাই

আমরা কি আপনাদের সন্তান নই?

বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি। বাংলাদেশ আমাদের গর্ব। দেশের কর্তা ব্যক্তিরা, আমরা আপনাদেরই সন্তান। সন্তানদের প্রতি আপনাদের কি কোনই দায়িত্ব নেই? সেপ্টেম্বর মাস শেষ হয়ে গেছে। কলেজ ভর্তিও প্রায় শেষ হতে চলেছে। এ বছর এসএসসিতে যে রেজাল্ট বেরিয়েছে তাতে অনেক ত্রুটি আছে বলে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক মহল মনে করে। এ কারণে তারা পত্রিকার মাধ্যমে বোর্ড অফিসে আবেদন জানিয়ে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। এখন আমাদের প্রশ্ন, আমরা কি এর কোন সুষ্ঠু সমাধান পাব না? পুনর্নিরীক্ষণ সম্বন্ধে কি বিস্তারিত কিছু জানতে পারব না? পিতা হিসাবে এ সকল বিষয় আপনারা আমাদের অবগত না করলে সন্তান হিসাবে আমরা এর তীব্র নিন্দা ছাড়া আর কিছুই করতে পারব না। শুধু এটুকুই আবেদন, আমাদের ভবিষ্যত নষ্ট করবেন না।

মুহাম্মদ জাহিদুর রহমান জোহান,
নূরের চালা, গুলশান ২, ঢাকা।

শিক্ষাঙ্গনে শৃঙ্খলা রক্ষা করুন

প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব মতামত, আদর্শ তথা গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে। কিন্তু গত ২৫ সেপ্টেম্বর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কনভেনশনে যোগ দেয়ার জন্য সরকারী বাংলা কলেজের ভিপি, জিএস এবং তাদের অন্যান্য চেলা এই কলেজের ছাত্রদের জোর করে ট্রাকে উঠিয়েছে। এদের মধ্যে যারা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে সমর্থন করে না তারাও ছিল। কিছু ছাত্র যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে ভিপি প্রকাশ্যে ছাত্রদের লাঠিপেটা করে, অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে এবং জিএস চড়-থাপ্পর-লাথি মেরে নিরীহ ছাত্রদের ট্রাকে উঠতে বাধ্য করে। যে সব ছাত্র একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির তথ্যাদি জানতে এসেছিল তারাও এ অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে রেহাই পায়নি। এ ধরনের জুলুম তারা সব সময়ই করে থাকে। ঢাকার কোন স্থানে তাদের দলের মিটিং-মিছিল থাকলেই তারা ছাত্রদের ওপর এরূপ অত্যাচার চালায়।

বর্তমান সরকার সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার বাস্তবায়ন করতে চায়। কলেজ ক্যাম্পাসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা কি সন্ত্রাস নয়? কারও ব্যক্তিগত মতের বিরুদ্ধে আঘাত হানা কি গণতন্ত্রবিরোধী কাজ নয়?

বিএনপি'র নেতারা কি এর জবাব দেবেন? আশা করি ভবিষ্যতে এরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে কলেজ কর্তৃপক্ষ সেদিকে নজর দেবে এবং কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে তৎপর হবে।

মোঃ মনিরুজ্জামান
সরকারী বাংলা কলেজ
মিরপুর-ঢাকা।

এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ঃ সমস্যা এবং আশ্বাস

উত্তরবঙ্গ তথা বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যানিকেতন পাবনার এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। এই কলেজটি ব্রিটিশ আমলে ১৮৯৮ (প্রায় ১০০ বছর পূর্বে) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই সাফল্যের সাথে এর উদ্দেশ্য সাধনে এগিয়ে চলছিল। কিন্তু বিগত সরকারের শুভ দৃষ্টি না থাকায় এই বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের কোন প্রকার উন্নতি হয়নি।

বর্তমান সরকার দেশে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং ঘোষণাও দিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ না থাকায় কলেজের সর্বস্তরের ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক মহল অত্যন্ত হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছে। কেননা পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল অবকাঠামো ও অন্যান্য বিবেচনায় একমাত্র জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাড়া অন্য যে কোন কলেজের তুলনায় এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কয়েক বছর পূর্বে পাবনায় এলে তিনি পাবনাবাসীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, পাবনার এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হবে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন সময়ে সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী কলেজের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আশ্বাস দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে ১টি বাস ছাত্র-ছাত্রীদের উপহার দেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৮ হাজারেরও বেশি। শিক্ষক-শিক্ষিকার পদের সংখ্যা মাত্র ১০২টি এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা মাত্র ৮৮ জন। কলেজটিতে ১৩টি বিষয়ে মাস্টার্স ও ১২টি বিষয়ে অনার্স কোর্স রয়েছে।

কলেজটিতে বিভিন্ন কোর্সে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা অতি নগণ্য। উক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১টি বাস নিতান্তই অপ্রতুল। তাছাড়া সংসদ উপনেতা ডঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীও কলেজের জন্য ২টি বাস দেয়ার কথা বলেছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকারও কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কলেজের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে তা সমাধানের আশ্বাস দেন এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুসও কলেজ পরিদর্শন করেন এবং সমস্যা সমাধানের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দেন। এর মধ্যে কলেজের বিজ্ঞান ও প্রশাসনিক ভবনের সাথে কলাভবনের সংযোগ পথ পাকা করা, গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন এবং মিলনায়তন উন্নয়নের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা রয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলের নিষ্ক্রিয়তায় ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহল সকলেই হতাশ হয়েছে। এ বছর নবীনবরণ অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, মাত্র ৭ দিনের মধ্যেই কলেজ ক্যাম্পাসে কার্ডফোন সংযোগ দেয়া হবে। ৭ দিন তো দূরের কথা প্রায় ৭ মাস হয়ে গেছে, আজও কার্ডফোন সংযোগ দেয়া হয়নি।

তাই কলেজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মন্ত্রীদের দেয়া ওয়াদা দ্রুত বাস্তবায়ন ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের কাছে জোরালো দাবি জানাচ্ছি।

মোঃ জহুরুল ইসলাম (আজাদ)
১ম বর্ষ (সম্মান)
অর্থনীতি বিভাগ
এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
পাবনা।

শিক্ষামন্ত্রীর কাছে একটি জিজ্ঞাসা

সরকার এ বছর উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির ব্যাপারে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। যার মধ্যে সর্বপ্রথম হলো— ভর্তি পরীক্ষা বাতিল এবং পাবলিক পরীক্ষা অর্থাৎ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিভিন্ন কলেজ, ভার্সিটিতে ভর্তির ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এই ব্যবস্থা কি শুধুমাত্র সে সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রযোজ্য যারা ১৯৯৩ সালে এসএসসি এবং ১৯৯৫ সালে এইচএসসি পাস করেছে? আর আমরা যারা ১৯৯২ সালে এসএসসি এবং ১৯৯৪ সালে এইচএসসি পাস করেছি কিন্তু গত বছর কোথাও চান্স পাইনি তাদের কি হবে? আমাদের কি নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে, না ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হতে হবে? নাকি আমাদের লেখাপড়ার এখানেই ইতি টানতে হবে। এ ব্যাপারে কেউই তেমন নজর দিচ্ছেন বলে মনে হয় না। ভর্তি পরীক্ষার ফলে অনেক মেধাবী ছাত্রই গত বছর কোথাও ভর্তি হতে পারেনি, তাদের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা আজও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। তাই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন অনতিবিলম্বে এই সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা জানিয়ে তাদের অভিভাবকদের হতাশা দূর করুন।

মোঃ ফিরোজ নওয়াজ
মিরপুর, ঢাকা।